

দাদার শাকচুল্লি

- কাজরী মিত্র (Kajaree Mitra), নান্নি (Grand-daughter)

দাদা ডাকটা বোধহয় আর কোনদিনও ডাকতে পারবো না। দাদা আর আমার সম্পর্কটা ছিল বন্ধুর মত। দাদা আমায় শাকচুল্লি বা দিদিমণি বলে ডাকত। দাদা আমায় ইংরেজি পড়াতে আবার মাঝে মাঝে অংক ও করা তো। কিন্তু বেশি পড়াতে ইংরেজি। স্কুলের ইংরেজি ম্যাম যখন গল্প থেকে প্রশ্ন দিত তখন আমি দাদা কেই সেই প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিতাম। দাদা হয়তো ভুলে যেত কিন্তু মনে করিয়ে দিলে ঠিক লিখে দিত। প্রতিবার স্কুলের পরীক্ষার রেজাল্ট আমি দাদাকে দেখাতাম সেই দেখে দাদা বলতো ভালো হয়েছে পরের বার আরো ভালো হবে। স্কুলের ইংরেজি পরীক্ষা থাকলে আমি নিচে গিয়ে দাদার টিভি অফ করে বলতাম পড়াও দাদা মাঝপথে পথে টিভি টা নিভিয়ে দেওয়ায় একটু বিরক্ত হতো কিন্তু পড়াবো না বলে কোনদিন রাগ করেনি। আমি দাদার কাছে কোনদিনও মার খাইনি বকা একটু-আধটু খেয়েছি কিন্তু সেই বকা আমার কাছে কিছুই মনে হত না। দাদা একা থেকে বই পড়াতে খুব ভালোবাসতো। মাঝে মাঝে কবিতাও বলতো। তার ওই কবিতা শুনে আমারও কিছু কিছু কবিতার লাইন মুখস্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন

যে জন শুনেছে সে অনাদি ধনী
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয় তরণী।
জানে না আপনা, জানে না ধরণী,
সংসার কোলাহল।

দাদা এই কবিতাটাই বেশি বলতো। দাদা আর এই বিশ্বে নেই আর কোনদিন ফিরে ও আসবেনা। আর সারাটা জীবন দাদা সবার মনেই থেকে যাবে। এই বিশ্ব থেকে চলে গেলে ও সবার মন থেকে তো চলে যেতে পারবেনা দাদা। চারতলায় গেলে চারতলা টা ফাঁকা ফাঁকা লাগে যদিওবা শুধু চারতলা টা নয় সারা বাড়িটাই ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কিন্তু দাদার সারা বাড়িতে ছড়ানো জিনিস দেখে মনে হয় দাদা যেন ওই চার তলার বিছানাটাতে এখনো বসে আছে। এখনো সেখানে বসে কবিতা বলে চলেছে। এখনো আমাকে ইংরেজি পড়াচ্ছেন।